নাটক: "অপূর্ণ অধ্যায়"

ধরন: আবেগ, রোমান্স, বেদনা, অসমাপ্ত প্রেম

চরিত্রসমূহ:

- **অরিত্র** (২৮) – একজন প্রতিভাবান কবি, আবেগপ্রবণ ও রোমান্টিক
- **তৃষা** (২৬) – বাস্তববাদী, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে আবেগ লুকিয়ে রাখে
- **অরিত্রর মা** (৫০) – স্নেহশীল, কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া কঠিন তাঁর জন্য
- **রুদ্র** (৩০) – তৃষার বাগদত্তা, ধনী ও দায়িত্বশীল কিন্তু কম আবেগপ্রবণ
- **নীল (২৫)** – অরিত্রর ছোট ভাই, হাসিখুশি ও বাস্তববাদী

প্রথম অধ্যায়: প্রথম দেখা

(*একটি পুরোনো বইয়ের দোকানে, বিকেলের হালকা রোদ গায়ে মেখে বই পড়ছে অরিত্র। হঠাৎ পাশ থেকে এক কণ্ঠ—*)

তৃষা: "এই বইটা কি আপনি নিচ্ছেন?"

(*অরিত্র তাকিয়ে দেখে, তার হাতের বইটির দিকে তৃষা তাকিয়ে আছে।*)

অরিত্র: "হুম... আপনি কি এটায় আগ্রহী?"

তৃষা: "এই বইটা আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছি।"

(*অরিত্র মুচকি হেসে বইটি তার দিকে বাড়িয়ে দেয়।*)

অরিত্র: "তাহলে এটা আপনার হোক।"

তৃষা: "আপনাকে ধন্যবাদ! কিন্তু আপনি পড়তে চেয়েছিলেন?"

অরিত্র: "আমার তো কবিতা লেখা, একটা বই না পড়লেও চলে... তবে, আপনার হাসিটা পাওয়া গেল, এতেই লাভ।"

(*তৃষা একটু লজ্জা পায়। অরিত্রর মধ্যে যেন এক অদ্ভুত টান অনুভব করে সে।*)

দ্বিতীয় অধ্যায়: সম্পর্কের সূচনা

(*কয়েক মাস পর, এক সন্ধ্যায়, নদীর ধারে হাঁটছে অরিত্র আর তৃষা।*)

অরিত্র: "তুমি জানো, আমি তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি?"

তৃষা: (হেসে) "কবিতা? আমায় নিয়ে?"

অরিত্র: "হুম, শুনবে?"

তৃষা: "নিশ্চয়ই!"

(*অরিত্র আবৃত্তি করে—*)

"তোমার চোখে হারিয়ে গেলে
ফিরে আসার পথ থাকে না,
তোমার হাসির নরম ছোঁয়ায়
মন আমার কোথাও থামে না..."

(*তৃষা নীরবে শুনতে থাকে, চোখের কোনে এক বিন্দু জল চিকচিক করে।*)

তৃষা: "তুমি জানো, জীবন সবসময় কবিতার মতো সুন্দর হয় না?"

অরিত্র: "আমি চাই, আমাদের গল্পটা হোক ব্যতিক্রম।"

(*তৃষা কিছু বলে না, শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।*)

তৃতীয় অধ্যায়: বাস্তবতার বাঁধা

(*এক সন্ধ্যায় তৃষা খবর দেয়, তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। অরিত্র স্তব্ধ হয়ে যায়।*)

অরিত্র: "তুমি কি সত্যিই এটা চাও?"

তৃষা: (কাঁপা কণ্ঠে) "আমি চাই না, কিন্তু আমার পরিবার চায়। রুদ্র ভালো মানুষ, সে আমাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে।"

অরিত্র: "ভালোবাসা কি নিরাপত্তা দিয়ে মাপা যায়?"

(*তৃষা কিছু বলতে পারে না, চোখ নামিয়ে নেয়।*)

চতুর্থ অধ্যায়: শেষ সন্ধ্যা

(*বিয়ের আগের রাতে তৃষা দেখা করতে আসে অরিত্রর সঙ্গে।*)

তৃষা: "তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে?"

অরিত্র: "ক্ষমা? আমি তো তোমাকে ধরে রাখতে পারলাম না।"

(*তৃষা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে—*)

তৃষা: "আমি তোমার জন্য একটা চিঠি লিখেছি। যদি কখনো মনে হয়, তুমি আমার অনুভূতিটা জানতে চাও, তাহলে পড়ো।"

(*তৃষা চিঠিটা দিয়ে চলে যায়। অরিত্র তা খোলে না, শুধু শক্ত করে ধরে রাখে।*)

পঞ্চম অধ্যায়: অসমাপ্ত অধ্যায়

(*দশ বছর পর, অরিত্র এখন একজন বিখ্যাত কবি। এক সন্ধ্যায় সে পুরোনো চিঠিটা খোলে। তৃষার লেখা—*)

"অরিত্র,
আমি তোমায় ভালোবেসেছি, কিন্তু তোমার হতে পারিনি। বাস্তবতা আমার কল্পনার চেয়ে কঠিন ছিল। জানি না, তুমি কখনো আমায় ক্ষমা করবে কিনা। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার প্রতিটা নিঃশ্বাসে তুমি ছিলে, আছো, থাকবে..."

(অরিত্রর চোখ ভিজে যায়। সে জানে, কিছু ভালোবাসা কেবল হৃদয়ে থেকে যায়, বাস্তবে পূর্ণতা পায় না। সে জানালার দিকে তাকায়— বাইরে বৃষ্টি নেমেছে।)

(পর্দা নামে)